সংবাদ

13 MAY 2013
পৃষ্ঠা 4

সম্পাদকীয়

ঢা.বি'তে সার্টিফিকেট জালিয়াতি

একদা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি কোন্ স্তরে পৌছেছে সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনা থেকে তার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা যায়। অ্যাপলাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের ছাত্র নিত্তরঞ্জন বর্মণের বিএসসি অনার্স ও এমএসসির দু'টি সার্টিফিকেট কেলেঙ্কারির ঘটনা সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে। সে বিএসসি অনার্স ও এমএসসি-দুটোতেই দ্বিতীয় শ্রেণী পায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোটা অংকের উৎকোচ দিয়ে রাতারাতি প্রথম বিভাগের সার্টিফিকেট আদায় করে নিয়ে যায়। একইভাবে দু' পরীক্ষার নম্বরপত্রও সে পালটে দিতে সক্ষম হয়েছে। গত শনিবার 'সংবাদ'-এ সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি ছাপা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে রমনা থানা, দুর্নীতি দমন ব্যুরো ও সিআইডি সদর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে সার্টিফিকেট জালিয়াত চক্রকে খুঁজে বের করার জন্য বলেছেন। এ নিয়ে ছাত্র সংগঠন তথা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কয়েকটি ছাত্র সংগঠন জালিয়াত চক্রকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় নানা দুর্নীতির খবর ছাপা হয়। টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতি এবং ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের মস্তানি এখন আর লুকোচুরির ব্যাপার নয়। যেসব ঠিকাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করার জন্য মনোনীত হন তারা ধরেই নেন যে, ছাত্র সংগঠনগুলোকে একটি পার্সেন্টেজ দিতে হবে। এই পার্সেন্টেজ তারা পকেট থেকে দেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য যে বরাদ্দ থাকে তা থেকেই পরিশোধ করেন। ফলে কাজটি নিম্নমানের হতে বাধ্য। এছাড়া বিভাগীয় এবং ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও দুর্নীতি ও অনিয়মের খবর প্রায়শ পত্রিকায় দেখা যায়।

কিন্তু সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনা সকল দুর্নীতিকেই ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষার্থীরা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দীর্ঘ ৫ বছর পড়াশোনা করে অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা দেয়। অধীত বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কতটা জ্ঞান লাভ করেছে পরীক্ষায় তার মূল্যায়ন হয় এবং সে অনুযায়ী ফলাফল লাভ করে। কেউ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী, কেউ দ্বিতীয় শ্রেণী, কেউ বা তৃতীয় শ্রেণী পায়। এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেটকে যদি টাকা-পয়সা দিয়ে প্রথম শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট দ্বিতীয় শ্রেণীর করা যায় তাহলে আর পড়াশোনা করার প্রয়োজন কি? আরও কিছু বেশি টাকা দিলে হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পরীক্ষা ছাড়াই সার্টিফিকেট সরবরাহ করতে পারবেন। এই অপকর্মটি যে শুধু নিত্তরঞ্জন বর্মণ একা করেছে সেকথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এর পেছনে রয়েছে একটি বড় জালিয়াত চক্র- যারা দীর্ঘদিন এরকম সার্টিফিকেট কেনাবেচা করে আসছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে তাতে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনামই নষ্ট হচ্ছে না, শিক্ষারও বারোটা বেজে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজ থেকে সার্টিফিকেট জালিয়াতির খবর প্রকাশ করেননি বা করতে পারেননি। পত্রিকার মাধ্যমে যখন এ ধরনের জালিয়াতির ঘটনা ফাঁস হয়ে গেছে তখন যেন তারা সত্যি সত্যি অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। কর্তৃপক্ষ জালিয়াত চক্রকে ধরতে থানা-পুলিশ, দুর্নীতি দমন ব্যুরো ও সিআইডির সাহায্য চেয়েছেন। কিন্তু ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বা একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী এ জালিয়াতি করেছে। অতএব তাদের ধরতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই কঠোর হতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ছাড়া থানা পুলিশ বা দুর্নীতি দমন ব্যুরো এ জালিয়াত চক্রকে ধরতে পারবে না। অতএব এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গায়ে সার্টিফিকেট জালিয়াতির যে কলঙ্ক অঙ্কিত হয়েছে তা মুছে ফেলার গুরু দায়িত্বটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই নিতে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের জালিয়াতি যাতে কেউ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।